খবর !!! কলকাতার *খবর !!!*

পুলিশ দিয়ে ছাত্র পেটানো, রাজনীতির নোংরামি, নির্জলা মিথ্যা বিবৃতি
এ কোন মনুষ্যত্বহীন ভাবমূর্তি বামপন্থী সরকারের ?

গত সপ্তাহে , পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যায়তন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে 'ফেটসু ' ছাত্র-ইউনয়নের কয়েকজন ছাত্র তাদের কিছু দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য অনশন ধর্মঘট করছিল । কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে কোনো আলোচনায় বসতে চান নি । গত ১০জুন শুক্রবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অনুমোদন নিয়ে পুলিশকে ডেকে পাঠান ছাত্রদের অনশন জোর করে ভাঙার জন্য । ছাত্ররা দাঙ্গা-হাঙ্গামা-হুজ্জোত কিছুই করেনি, সম্পূণ শান্তিপূর্ণ অনশন চালাচ্ছিল । সেদিন (১০জুন) মধ্যরাত্রে বিশাল পুলিশ বাহিনী ইউনিভার্সিটি চত্বরে ঢুকে বিনা প্ররোচনায় বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে দেয় ; নৃশংস মার । হতভম্ব দুর্বল ছাত্রদের বেশ কয়েকজন আহত রক্তাক্ত হয়ে যায় । একটি ছাত্রীকে পশুর মত পা ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে মারতে মারতে কালো ভ্যানে তোলে পুরুষ পুলিশ । আহতদের থানা এবং হাসপাতালের ঘরে নিয়েও অকথ্য পেটানো হয় ।

কলকাতার প্রায় সবক'টি নিউজ চ্যানেল আগাগোড়া ছাত্রদের ওপর পুলিশি নৃশংসতার ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখে এবং পরদিন শনিবার (১১জুন) তা বারবার টিভি-তে দেখানো হয় । মানুষ দেখে স্তম্ভিত হয়েছে , কিন্তু তাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারি প্রশাসনের নির্ভীক নির্লজ্জতায় প্রাথমিকভাবে কোনো দাগ পড়েছে বলে মনে হয় না । বিহ্বল বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা এরপর ক্রমাগত দলে দলে প্রতিবাদে সামিল হতে থাকে । তারা উপাচার্য, রেজিস্ট্রারের কাছে বারবার ছুটে যায় সুবিচারের আর্জি নিয়ে, ওনারা দেখা করেননি । বামফ্রন্টের 'সদা-সজাগ' শীর্ষনেতারা কেউ সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসেননি । সোমবার (১৩জুন) হাজার খানেক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে -- উনি দেখা করেননি, তবে ছাত্রদের স্মারকলিপি জমা নেওয়া হয় ।

ঘটনা হল, যে নির্মম পুলিশি আক্রমণের ছবি টিভি'তে সবাই দেখেছে, হতবাক হয়েছে, সে-সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিবৃতি বোধহয় মানুষকে আরো বেশি হতবাক করেছে । **১১ থেকে ১৫ জুন** কে কী বলেছেন শোনা যাক :--

উপাচার্য অশোক নাথ বসু : মাঝরাতে পুলিশ হামলার ঘটনা আমি সবিশেষ জানিনা , খোঁজ নিয়ে দেখবো তারপর প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নিতে হবে ।

রেজিস্ট্রার রজত বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পুলিশ ডেকে আনিনি ;অনশনে দু'এক জনের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল , তাদের হাসপাতালে পাঠানোর জন্য পুলিশ এসেছিল ।
{ ঘটনা : রেজিস্ট্রারের লিখিত নির্দেশ গিয়েছিল পুলিশের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য }

রাজ্য সি পি এম সম্পাদক অনিল বিশ্বাস : বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার পরিবেশে বিঘ্ন ঘটালে কর্তৃপক্ষ তো ব্যবস্থা নেবেই । পুলিশের হস্তক্ষেপের সময় বাড়াবাড়ি হয়েছিল কিনা জানিনা, খতিয়ে দেখতে হবে ।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু : পুলিশ লাঠিপেটা করেছে কিনা আমার জানা নেই, তবে ছাত্ররা পুলিশকে মেরেছে বলে আমার কাছে খবর আছে । তাছাড়া ওরা তো রাজনীতি করতে এসব করেছে; কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার জায়গা , রাজনীতি করার জায়গা নয় ।
{ ঘটনা : বিমানবাবু নিজে সারা ছাত্রজীবনই রাজনীতি করেছেন, ৬০-এর দশকে }

ডি আই জি প্রেসিডেন্সি রেন্জ হরমনপ্রীত সিং : ইউনিভার্সিটি অথরিটি পুলিশ অ্যাকশন চেয়েছিল, আমাদের ফোর্স গিয়েছিল, তবে ওরা ছাত্রদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি । কোনো লাঠিচার্জ করা হয় নি । মারধোর করার যে কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয় । পুলিশ লাঠি উঁচু করে রাউন্ডি ছাত্রদের সরিয়ে দিয়েছে । মহিলা পুলিশ ওখানে ছিল ।

{ নোট : এহেন নির্জলা মিথ্যাভাষণ কি পদোন্নতির প্রাথমিক শর্ত ?}

যাদবপুর এস এফ আই ছাত্র ইউনিয়ন নেতা : বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ অভিযানের আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করি, তবে অভিযুক্ত ছাত্রদের প্রাপ্য শাস্তি পাওয়া উচিত, এখানে হঠকারী রাজনীতি টেনে আনাকে আমরা সমর্থন করিনা ।

{ নোট : এই 'এস এফ আই ' রাজ্যের শাসক পার্টি 'সি পি এম '-এর আগাপাশতলা লেজুড় । লাঠিচার্যের ঘটনার পর ৩ দিন এরা সহপাঠীদের লাঞ্ছনা দেখেও চুপ করে ছিল ; পার্টি নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত জেনে নিয়ে এরা মুখ খুলেছে }

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন রুখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ পাঠানো সরকারের নীতি নয় । আমি ছাত্রদের স্মারকলিপি দেখেছি, ওখানে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি । যাদবপুরের উপাচার্যকে বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ।

{ নোট : ১৫জুন আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদসুত্রে এক রোমাঞ্চকর তথ্য জানা যাচ্ছে -- ১০জুন মাঝরাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ যাওয়ার আগে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে পার্টি হেড কোয়ার্টারে সি পি এম নেতারা বৈঠকে বসেছিলেন । পুলিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত বুদ্ধদেববাবুরও অনুমোদন পেয়েছিল }

ওপরের বক্তব্যগুলো স্পষ্ট । বাস্তব ঘটনা গণমাধ্যমের সূত্রে ব্যাপকভাবে জানাজানি হওয়া সত্বেও এরকম অসত্য ভাষণ আর রাজনৈতিক নোংরামি, রাজ্যের বামপন্থী জমানার কর্তাব্যক্তিদের ভাবমূর্তিকে উলঙ্গ করে প্রকাশ করে দেয় ।

হ্যাঁ , সোমবার (১৩জুন) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এক-সদস্যের তদন্ত কমিটি নিয়োগ হয়েছে ; তবে এই কমিটি নিয়োগের ভার ছিল রাজ্য পুলিশেরই কর্ণধারের (ডি জি) ওপর । সুবিচার সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায় । তার ওপর সরকারি তদন্ত রিপোর্টের পরিণতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয় -- প্রক্রিয়াটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রহসনে পরিণত হতে দেখা যায় ।

এদিকে ভোটের বাজারে ছাত্রদের নির্মম লাঞ্ছনাকে ইস্যু করে যে যার মত ফায়দা তুলতে চাইছে । শাসক পার্টি সি পি এম রীতিমত অস্বস্তিতে পড়েছে । জোড়াতালি দিয়ে 'ম্যানেজ ' করার জন্য তৎপরতা চলছে । উপাচার্য মশাই সুর নরম করে ছাত্রদের সঙ্গে ১৫জুন আলোচনায় বসেছিলেন, কাজের কাজ হয় নি , বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা আরো মনোবল নিয়ে তাদের আন্দোলন জোরদার করছে ।

প্রতিবেদন : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭জুন , শুক্রবার , ২০০৫